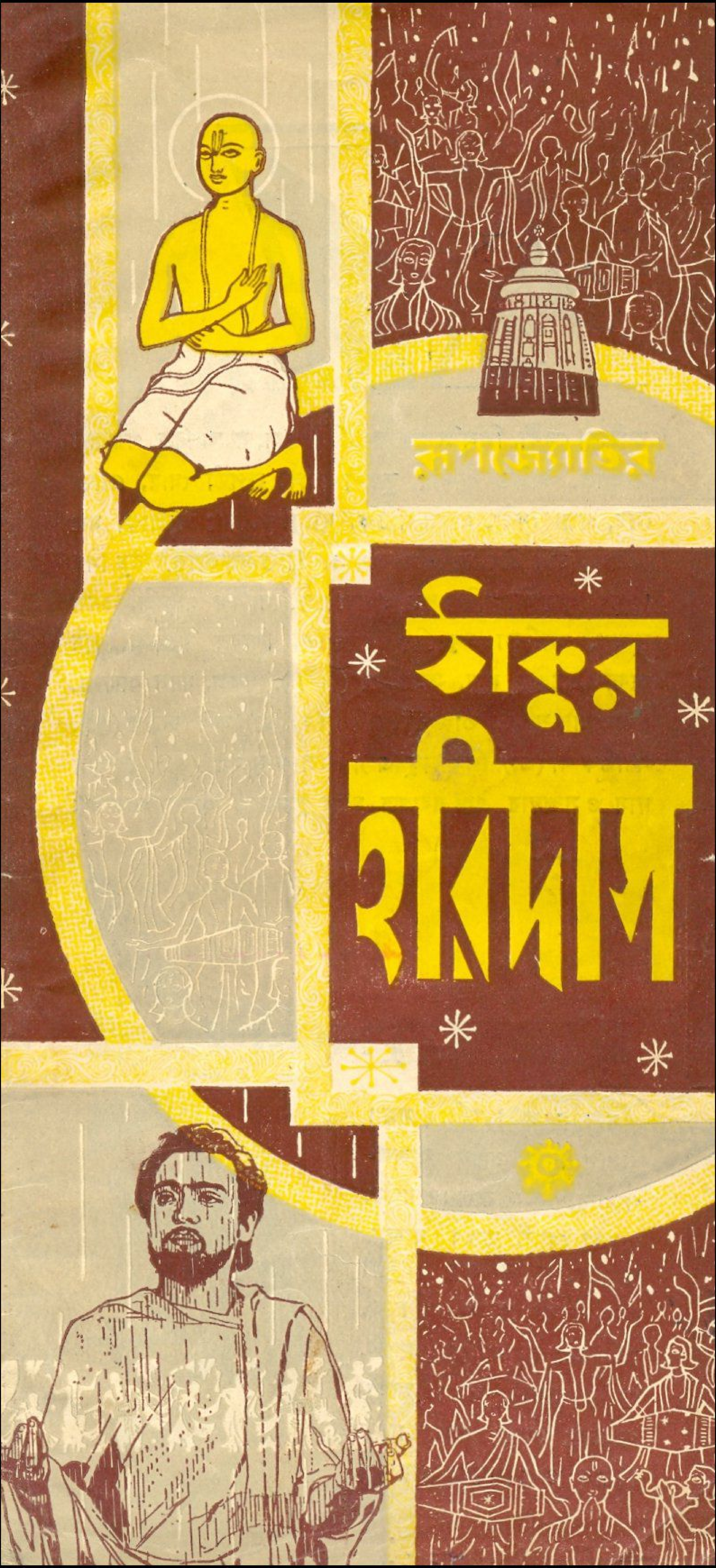
রূপজ্যোতির
ঠাকুর
হরিদাস

রূপায়নে...

সুমিত্রা দেবী, নির্মল কুমার ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যোঃ, তুলসী চক্রঃ, তপতী ঘোষ, শোভা সেন, পদ্মা দেবী, খগেন পাঠক, মাঃ বিভু, মাঃ অলোক, মাঃ তিলক, মণি শ্রীমানি, ধীরাজ দাস, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিং, বিদ্যুৎ গোস্বামী, সলিল দত্ত, গোরা গুপ্ত, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, কমল মুখোঃ, আদিত্য বসু, বিশু ব্যানার্জি, শিবেন বন্দ্যোঃ, ঋষি বন্দ্যোঃ, সুধীর রায়, ভবতোষ (মামু), **সুবল**, মদন বন্দ্যোঃ, শিবকালী, সুনীল, তারাপদ, মণি দেব (এঃ), ফণী চট্টোঃ (এঃ), কার্তিক খাঁ (এঃ), শিবু বাবু (এঃ), অলোক মুখোঃ (এঃ), গৌরাঙ্গ দাস ও সম্প্রদায় **এবং নবাগত** মলয় কুমার ও আরো অনেকে।

নেপথ্য কণ্ঠে

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বোস, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন গুপ্ত, নির্মলা মিশ্র, কল্পনা দে, মৃণাল চক্রঃ, ছবি চৌধুরী, অলোক বাগচী, অধীর বাগচী, তারা মুখোপাধ্যায়, গোরা গুপ্ত, রাজেন বিশ্বাস ও **হেমন্ত কুমার।**

কাহিনী

প্রায় পাঁচশো বছর আগেকার কথা। যশোর জেলার ডাকুরা কলাগাছি গাঁয়ে যাত্রা হচ্ছিল। অভিনয় বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় একটি বালক শ্রোতাদের মধ্য থেকে ছুটে গিয়ে যাত্রা দলের কৃষ্ণর পায়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল। হৈ-চৈ সুরু হয়ে গেল। আসরের সমস্ত হিন্দু মুসলমান ক্ষেপে উঠলো ঐ হতচ্ছাড়া ছেলের কাণ্ড দেখে—ছেলেটি জাতিতে মুসলমান—নাম হালিমুদ্দিন।

বাপ-মার মৃত্যুর পর ছেলেটি আশ্রয়হীন হয়ে লালিত-পালিত হচ্ছিল সেই গাঁয়ের এক মুসলমান কাজীর ঘরে। সেদিনের হিন্দু মুসলমান কোন সমাজই সইতে পারলোনা ছেলেটির অদ্ভুত মতি গতি—হিন্দুরা বললো অস্পৃশ্য, পামর—আর মুসলমানরা বললো বিধর্মী, কাফের।

কিন্তু কাজির স্ত্রী ছেলেটিকে খুবই ভালবাসতেন। ইচ্ছে ছিল তার কন্যা রহিমার সঙ্গে হালিমুদ্দিনের বিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে ছেলেটি একদিন কৃষ্ণনাম সম্বল করে পথে বেরিয়ে পড়ল।

বেনাপোলে এসে এই নবীন সাধক নাম-সাধনা সুরু করলেন—প্রতিদিন তুলসীতলায় ধ্যানমগ্ন হ'য়ে তিনলক্ষ নাম তিনি জপ করতেন। স্থানীয় জমিদার রামচন্দ্র খাঁ এই হরিভক্ত মুসলমান যুবকের কাণ্ড দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। প্রথমে পাগলা হাতী পাঠিয়ে পিষে ফেলতে চাইলেন তিনি এই তরুণ সাধককে—কিন্তু ফল হলো না তাতে—হাতী এই যুবক সাধকের মুখে কৃষ্ণনাম শুনে শুঁড় তুলে নাচতে সুরু করলো—তখন তিনি এক নতুন কৌশল প্রয়োগ করলেন। পরমা সুন্দরী রূপবিলাসিনী লক্ষহীরাকে তিনরাত্রি পাঠালেন ঠাকুর হরিদাসের সাধনা ব্যর্থ করতে। কিন্তু রূপবিলাসিনী লক্ষহীরা পারলো কি সাধকের মন জয় করতে?

এদিকে গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের এজলাসে হরিদাসের বিচার সুরু হলো। সিদ্ধান্ত হলো 'হয় ইসলাম কবুল করো—নয় কশাঘাতে জীবনান্ত কর'—কাজীর আদেশে পাইকেরা হরিদাসকে নিয়ে গেল বাইশ বাজারে। তবু এই নবীন সাধকের লক্ষ্য এক। তিনি শুধু বলে গেলেন ঃ

আল্লা-হরি দুই বিচারি মিছেই করিস মনান্তর।
একই মানুষ, এক বিধাতা—শুধুই নামান্তর।

সত্যি কি তাই?

সঙ্গীত

১

কোথায় আমার শ্রীমধুসূদন হরি।
আমি তোমারে যে ডাকি আঁধারে একাকী
চরণ স্মরণ করি।
সকলে যে বলে কাতরে জানালে
তুমি দেখা দাও হেসে।
ওগো দীননাথ দীনের বন্ধু
দেখা কি দেবে না এসে॥
তুমি কাছে এলে ওগো দুঃখহারী
দুখেরে আমি কি ডরি।
বিপদ বারণ অভয় কারণ
তাইতো তোমারে স্মরি॥

রচনা—শ্যামলগুপ্ত
গেয়েছেন—নির্মলা মিশ্র

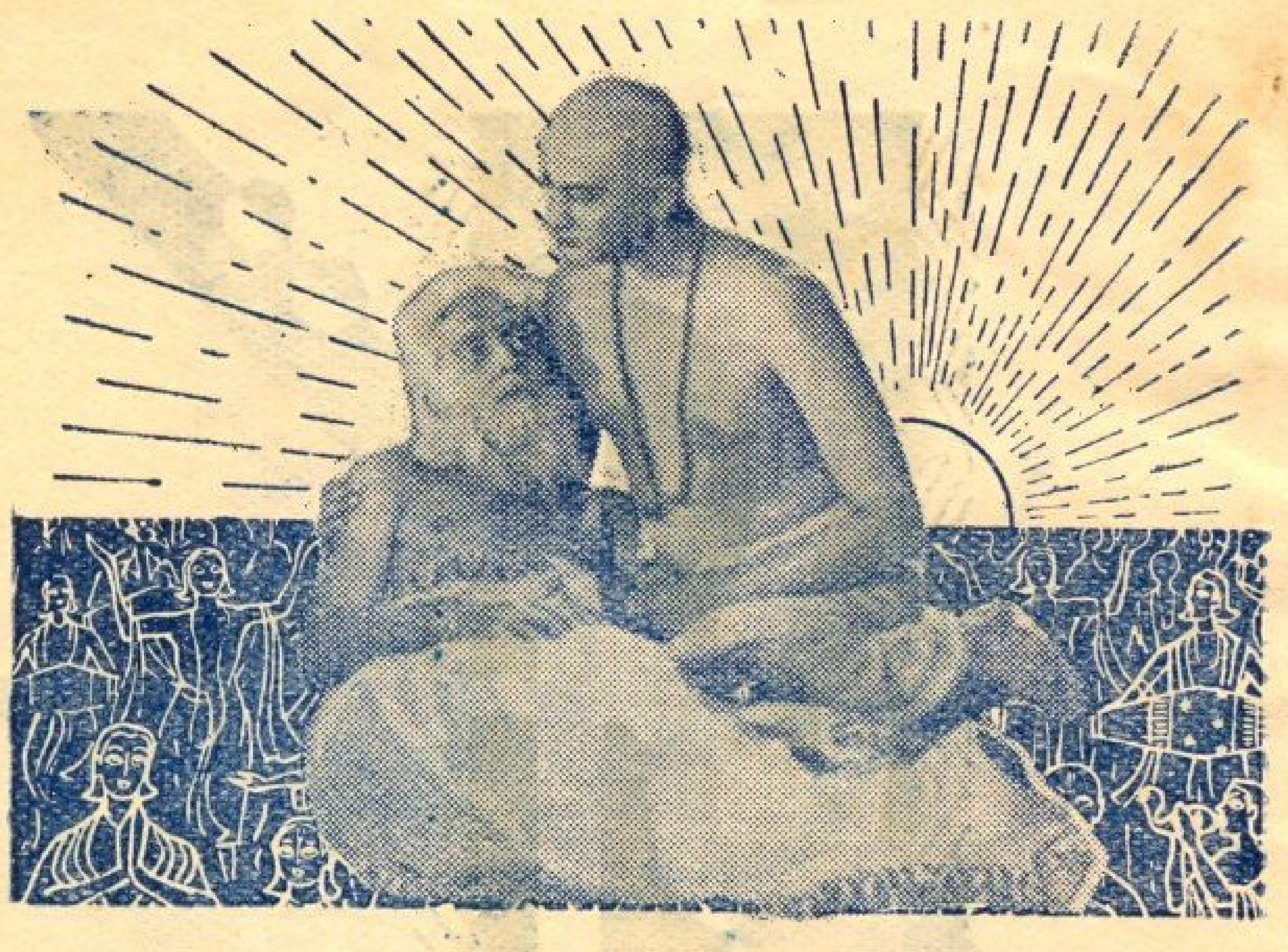

২

আমি ব্রজের গোঠে রাখাল সেজে
চরাবো আজ ধেনু।
ওরে সকাল সাঁঝে যেথায় বাজে
রাখাল রাজার বেনু॥
কেউ বা হবো শ্রীদাম সুদাম
কেউ বা সুবল কেউ বসুদাম
নেচে গেয়ে অঙ্গে আমার
মাখবো ব্রজ রেণু॥

রচনা-শ্যামলগুপ্ত। গেয়েছেন-নির্মলা মিশ্র

৩

দেখবো আমার বনমালীর গলায় বনমালা।
ভুবন মোহন হেসে ওরে ভুবন করে আলা॥
ওরে নীল যমুনায় বইবে উজান
ভুলবে আঁখি দুলবে পরাণ
জীবন আমার ধন্য করে সঙ্গী হবে কালা
দুঃখ আমার ফুরিয়ে যাবে,
জুড়িয়ে যাবে জ্বালা॥

রচনা-শ্যামলগুপ্ত। গেয়েছেন-ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

৪

মনের ক্ষেতে চাষ করে তুই
হরিনামের ফসল ফলা।
সব কাজেরই ভার দে তাঁকে
দেখবি নানা ছলাকলা॥
হরিই মাটি, হরিই আকাশ,
হরি যে জল, হরিই বাতাস।
হরি আলো, হরি ছায়া,
হরি নিয়ে তোর বারমাস॥
হরি-মন্ত্র বীজ বুনে তোর
হরির পথে হবে চলা॥

রচনা-শ্যামলগুপ্ত। গেয়েছেন-ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

৫

দয়াল হরির ডাক এসেছে কিসের ভাবনা।
ঘরের আগল ও-মন পাগল এবার ভাঙনা॥
স্নেহ মায়া মমতা ভার
তাঁর চরণে সঁপে এবার
ভব জ্বালার গরল তোমার সুধা করো না॥
কেটেছে তোর আঁধার রাতি
ওই য বাঁশী গায় প্রভাতী
আলোয় ভরা আনন্দে তার
মেতে ওঠো না॥

রচনা—শ্যামল গুপ্ত
গেয়েছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

৬

(ওরে) কি আগুন লাগলো ঘরে
কেবা তার বিচার করে।
আমার মনের মণি-কোঠা
প্রেমানলে জ্বলে মরে॥
ও আগুন জ্বালায় বাসা
এযে কর্ম্মনাশা সর্ব্বনাশা,
আগুনের এমনি রে গুণ
(এ যে) গুণ মণির গুণের আগুন,
এ আগুন গুণ করে তাই
গুণের গুণে
নেবাতে মন না সরে॥

রচনা—শ্যামল গুপ্ত
গেয়েছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

৭

কোন মুসাফির্ ভ্রমর এলো
হাস্নুহানার গুল বাগে।
আসমানে তাই সোহাগে আজ
দরদী ওই চাঁদ জাগে।
পিয়ার আঁখির রোশনি জ্বালা
মদির হ'লো রাত নিরালা।
ভরিয়ে দিতে দিল্ পেয়ালা
দিলরুবাবে সুর লাগে।

রচনা—শ্যামল গুপ্ত
গেয়েছেন—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

৮

চলো চলো মন মধু বৃন্দাবন ধন
মদন মোহন যেথায় রাজে।
পীতাম্বর ধর অধর সুধা রসে
মধুর মুরলী যেথায় বাজে॥
শিখিচূড়া শোভে শিরে চন্দন ভালে
নট খঞ্জন দুটি আঁখি।
চঞ্চল চরণে মঞ্জীর রুণু-ঝুনু
ঝঙ্কৃত যেন থাকি থাকি॥
যমুনা কূলে যেথা কদম্ব মূল ঝরে
ব্যাকুল মুকুল পথ মাঝে॥
গোবৰ্দ্ধন ধারী অন্তর চারী
ব্রজহিতকারী মুরারী।
নটবর শেখর শ্যাম মনোহর
নাগর কুঞ্জ বিহারী॥
জয় করুনাময় তাপিত আশ্রয়
ভাঙো ভয় সংশয় লাজে॥

রচনা—শ্যামল গুপ্ত
গেয়েছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

৯

নয়নে নয়ন দিয়া গুণ করিতে গিয়া গো
কী গুণ করিল গুণী,
রইতে নারি ঘরে গো।
পথ ভোলানো পথের বাঁকে
রসিক সুজন যখন ডাকে
কে জানিত হয়গো এমন
মন দিয়া মন নিয়া গো॥
রস কাঙালী ছিলাম আমি
ছিলাম সহজে।
এখন নতুন প্রেমের জোয়ার জলে
বেড়াই যে ভেসে॥
যারে যায় না ধরা তারি তরে
মন্-বাউলী কাঁদে গো
সেই নিঠুরের ভালবাসার
আমি নিলাজ পিয়া গো॥

রচনা—শঙ্করানন্দ ঠাকুর
গেয়েছেন—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

১০

পীরিতি রসে ঘন তুঁয়া প্রেম-চন্দন
অলকে তিলক করি দে।

জীবন যৌবন মম সরবসধন
সকলি তুঁহারি করি নে।

শ্যাম-বনানী তলে শ্যামল হেরি হেরি
যাওব চলি ব্রজপুর।

দূর নিকটে আবে, নিকট দূরে যাবে
শুনব মুরলী কসুর॥

প্রেম যমুনা জলে সিনান করইতে
পুলকে পুরিবে মধু দে।

তাপিত এ চিত শীতল করইতে
তিল করুণা তব দে।

রচনা—শঙ্করানন্দ ঠাকুর
গেয়েছেন—ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

আমি কৃষ্ণ প্রেমের সায়র থেকে
কৃষ্ণ-কমল আনব তুলে।

চোখের জলে ধুইয়ে সে ফুল
রাখবো কৃষ্ণ চরণ মূলে॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, শোনাবো গান কৃষ্ণ-কানে
কৃষ্ণ জ্ঞানে কৃষ্ণ ধ্যানে,
মিশাবো প্রাণ কৃষ্ণ প্রাণে
কৃষ্ণময় জগত মাঝে,
কৃষ্ণ নিয়ে থাকবো ভুলে।
আমার মনের কৃষ্ণ-ভ্রমর,
কৃষ্ণানন্দে উঠবে দুলে॥

জনম মরণ দুকুল আমার
মিলবে গিয়ে কৃষ্ণ-কূলে॥

রচনা—শ্যামল গুপ্ত
গেয়েছেন—ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈতন্য মঙ্গল

শচীর দুলাল গোরা রসের ভ্রমরা
শ্যাম সায়রের রাধা-কমল মধু-চোরা।

তেরো মাস গর্ভবাস করি সমাপন
যশোদার কানু হৈল শচীর নন্দন।

দিনে দিনে গোরা তনু বাড়িতে লাগিল
অনুরাগের ডুরি দিয়ে সবে আপন কৈল।

জনক জননী গেহে নিত্য প্রণাম করি
গঙ্গাদাসের টোলে চলেন শ্রীগৌর হরি।

জগন্নাথ মিশ্র দিলেন পুত্রে উপবীত
শিক্ষাদান আরম্ভিলা নিমাই পণ্ডিত।

অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ
গোরা চাঁদ আর বিষ্ণুপ্রিয়ার হেরয়ে মিলন।

গয়াধামে বিষ্ণুপাদ পদ্ম দরশনে
বিরাগী নিমাই চলে উদাস নয়নে।

কলি জীবে উদ্ধারিতে পতিত পাবন
শ্রীচৈতন্য কৈলা শুরু নাম সংকীর্ত্তন।

রচনা—শঙ্করানন্দ ঠাকুর
গেয়েছেন—হেমন্তকুমার

নামগান

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।

ভজ গোরা, কহ গোরা, লহ গোরার নাম রে
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোরা ভক্ত বাঞ্ছারাম রে।

প্রেমানন্দে হরি বল, হরি হরি হরি বল
বদন ভরে হরি বল, হরি হরি হরি বল।
লক্ষ্মী নারায়ণ হরি, মুকুন্দ মুরারি হরি
দেবকী নন্দন হরি, হরি হরি হরি বল।

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূধন।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্

রূপজ্যোতির দ্বিতীয় নিবেদন

ঠাকুর হরিদাস

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অনুসৃত)

প্রযোজনা : **শ্রীগোপাল কৃষ্ণ রায়,** শ্রীশিব সাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনা : গোবিন্দ রায়। সহযোগি : গনেশ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত : অনিল বাগচী। সম্পাদক ও উপদেষ্টা : রাজেন চৌধুরী। চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিপ্রদাস ঠাকুর। গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত, শঙ্করানন্দ ঠাকুর। আলোকচিত্র : প্রবোধ দাস। শিল্পনির্দ্দেশ : কার্ত্তিক বসু। ব্যবস্থাপনা : গোরাগুপ্ত। নৃত্যপরিকল্পনা : বিনয় বসু। শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত স্মৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনী চট্টোপাধ্যায়,
ভয়েস অব ইণ্ডিয়া (সঙ্গীতাংশ ও বহির্দৃশ্য)
রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল। ধারারক্ষণ : খগেন পাঠক। আলোক সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলি। সাজসজ্জা : গণেশ মণ্ডল, বৈজরাম, ডি-আর-মেক্-আপ, মগনলাল ড্রেসওয়ালা (বম্বে)। পটাঙ্কন : আর সিদ্ধে, কবি দাশগুপ্ত। যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও স্যাংগ্রিলা। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। প্রচার : হিরণ্ময় দাশগুপ্ত। হিসাব রক্ষক : ধীরেন ভঞ্জ।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : সতীন্দ্র রায়। আলোক-চিত্র : পরিমল দত্ত, কেষ্ট মণ্ডল। শব্দগ্রহণ : পাঁচু মণ্ডল। শিল্পনির্দেশ : শচীন মুখোঃ। ব্যবস্থাপনা : রাজেন বিশ্বাস, সতীশ দাশ। সম্পাদনা : অনিত মুখোঃ। রূপসজ্জা : শিবু দাস। সুরসৃষ্টি : শৈলেন রায়। কারুশিল্প : সুনীল, ননী, নিতাই, সুধীর, সতীশ। আলোক-সম্পাত : সুধীর, দুঃখীরাম, অবনী, সুদর্শন, সন্তোষ।

●

ক্যালকাটা মুভিটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ষ্টুডিও হইতে
আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে ও ফটোগ্রাফিক এণ্ড
ম্যাগনেটিক টেপ্ রেকর্ডার-এ গৃহিত

●

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শ্রীগৌরী নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বেঙ্গল ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীজ হইতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বৈষ্ণব কবিতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ডবাসীর সহযোগিতা অবিস্মরণীয়।

মহারাজ বীর কিশোর দেব (পুরী), কাটোয়া মাধাইতলার সেবায়েৎবৃন্দ, শ্রীপ্রবীর রুদ্র—সম্পাদক—রামকৃষ্ণ ইন্‌ষ্টিটিউট

ও

পটশিল্পী—শ্রী লক্ষ্মীকান্ত পাল

ব্রাইট স্পট

একমাত্র পরিবেশক—

নবরূপা

৫৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ইউনাইটেড পাবলিসিটির পক্ষ থেকে হিরণ্ময় দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ও অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।